**১৯.১২.২০২৩**

আরপান/০৩

**২০২৩ সালের ডাবলু পি এস টি ১৮৫**

**শ্রী শম্ভুনাথ নস্কর**

-বনাম-

**পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য এবং অন্যান্য**

শ্রী গোলাম মোস্তফা,

শ্রী তারাশঙ্কর সামন্ত

...আবেদনকারীর জন্য।

শ্রী তপন মুখোপাধ্যায়,

সুশ্রী অস্মিতা মুখোপাধ্যায়

...রাষ্ট্রের জন্য।

বর্তমান রিট আবেদনটি অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে ২৬শে সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখের একটি আদেশকে চ্যালেঞ্জ করে ২০২৩ সালের ওএ ১৫৪ হওয়ায় মূল আবেদনে পাস করা হয়েছিল। উল্লিখিত আদেশে বিজ্ঞ ট্রাইব্যুনাল পর্যবেক্ষণ করেছে যে ".... বিষয়টি নিবিড়ভাবে বিবেচনা করে, আবেদনকারীর দ্বারা বর্ণিত বিলম্বের কারণটি নয় সন্তোষজনক বা বৈধ কারণ নয়, তাই, এই আবেদনের সীমাবদ্ধতার ভিত্তিতে এটি নিষ্পত্তি করা হয় "

শ্রী মোস্তফা, দরখাস্তকারীর পক্ষে উপস্থিত হয়ে বিজ্ঞ আইনজীবী দাখিল করেছেন যে ১৮ ই অক্টোবর, ২০১২ তারিখে ২০১২ সালের ওএ ১৩৯ হওয়ার কারণে পূর্বের মূল আবেদনে বিজ্ঞ ট্রাইব্যুনালের আদেশটি গৃহীত হয়েছিল, তাই আবেদনকারী সিসিপি হওয়ার কারণে একটি অবমাননার আবেদন পছন্দ করেছিলেন। - ২০১৩-এর সিসিপি-৬৩ যা ২২শে জুলাই, ২০১৩ তারিখের একটি আদেশের মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা হয়েছিল৷ উক্ত আদেশের দ্বারা সংক্ষুব্ধ হয়ে, আবেদনকারী এই আদালতের সামনে ২০১৩ সালের ডাবলু পি এস টি ৩৪২ হওয়ায় একটি রিট আবেদন পছন্দ করেছিলেন যেখানে ৫ ই সেপ্টেম্বর, ২০১৩-এ নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল৷ উত্তরদাতা নং ২ এখানে ২২শে জুলাই, ২০১৩ তারিখের আদেশের পরিপ্রেক্ষিতে বিজ্ঞ ট্রাইব্যুনাল দ্বারা অবমাননার আবেদনে বিষয়টি বিবেচনা করার জন্য

আবেদনটি করেন । তারপরে, উত্তরদাতা নং ২ ২০শে সেপ্টেম্বর, ২০১৩ তারিখে একটি আদেশ পাশ করেন। এর মধ্যে, ৫ই সেপ্টেম্বর, ২০১৩ তারিখের আদেশ লঙ্ঘনের অভিযোগে আবেদনকারী একটি অবমাননার আবেদন দাখিল করেন, যা ২০১৩-এর সিপএন ২১১১ হয় যেখানে একটি হলফনামা দাখিল করা হয়েছিল ২০শে সেপ্টেম্বর, ২০১৩ তারিখের আদেশটি নথিভুক্ত রেখে মার্চ মাসে, ২০১৭ মাসে কথিত অবমাননাকারী এটি বিবেচনা করে, এই আদালতের একটি সমন্বিত বেঞ্চ ১৬ই সেপ্টেম্বর, ২০২২ তারিখে অবমাননার আবেদন নিষ্পত্তি করে দেখে যে এটি খোলা হবে। ২০শে সেপ্টেম্বর, ২০১৩ তারিখের উল্লিখিত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে যথাযথ পদক্ষেপ নিতে আবেদনকারীকে। ২০১৩ সালের সিপএন ২১১১ [২০১৬ এর ডাবলুপিসিরসি ১৫৬ (ডাবলু)] এ পাস করা ১৬ই সেপ্টেম্বর, ২০২২ তারিখের উল্লিখিত আদেশ অনুসারে,আবেদনকারী মূল আবেদনটি [২০২৩ এর ওএ ১৫৪ ] এর আগে বিজ্ঞ ট্রাইব্যুনালের সামনে দাখিল করেন, যা ২০ শে সেপ্টেম্বর, ২০ তারিখের আদেশকে দর্প করে। ২০শে সেপ্টেম্বর, ২০১৩ তারিখের আদেশে ২০শে নভেম্বর, ২০২২ তারিখে একটি আপত্তি দাখিল করার পর উত্তরদাতা নং ২ দ্বারা পাস করা হয়েছে৷ যেহেতু একই উত্তর দেওয়া হয়নি, আবেদনকারী ২০২৩-এর ওএ ১৫৪ হওয়ায় মূল আবেদনটি পছন্দ করেছেন৷ যদিও এই ধরনের বাস্তব ক্রম তাগিদটি বিজ্ঞ ট্রাইব্যুনাল দ্বারা আলোচিত হয়েছিল এবং আবেদনটি সীমাবদ্ধতার দ্বারা নিষিদ্ধ বলে উল্লেখ করা হয়েছিল।

*বিপরীতে,* শ্রী মুখার্জি, শিখেছেন অতিরিক্ত সরকারী পক্ষসমর্থনকারী রাজ্যের উত্তরদাতাদের পক্ষে উপস্থিত হয়ে দাখিল করেছেন যে আদেশটি মূল আবেদনে বাতিল করা হয়েছে [ ও.এ. ২০২৩ এর ১৫৪] ২০শে সেপ্টেম্বর, ২০১৩ তারিখে পাস হয়েছিল এবং এটি প্রাপ্ত হয়েছিল

৩০শে সেপ্টেম্বর, ২০১৩ তারিখে আবেদনকারী দ্বারা কিন্তু তারপরে দীর্ঘ সময়ের জন্য কোন পদক্ষেপ গৃহীত হয়নি বিজ্ঞ ট্রাইব্যুনালে উক্ত আদেশকে চ্যালেঞ্জ করার জন্য। এরকম বিবেচনায় অত্যধিক বিলম্ব, হবার কারণে বিজ্ঞ ট্রাইব্যুনাল যথাযথভাবে পর্যবেক্ষণ করেছে যে আবেদনটি সীমাবদ্ধতার দ্বারা বাধা দেওয়া হয়েছে।

বিজ্ঞ আইনজীবীদের সংশ্লিষ্ট পক্ষের উপস্থিতি শুনেন এবং নথিভুক্ত থাকা উপকরণ বিবেচনা করেন। নথী থেকে জানা যাবে যে অবমাননার আবেদন এই আদালতে দায়ের করা, ২০১৩ সালের সিপএন ২১১১ [ ২০১৬ এর ডাবলুপিসিরসি ১৫৬ (ডাবলু)] হওয়ার কারণে প্রথমে ২৭ জুন, ২০১৪ তারিখে শুনানির জন্য তোলা হয়েছিল যখন আবেদনকারীকে কথিত অভিযুক্তের উপর আবেদনের অনুলিপি দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। চাকরি থাকা সত্ত্বেও কথিত অভিযুক্তের পক্ষে কেউ হাজির না হওয়ায়, আদালত ২২শে এপ্রিল, ২০১৬-এ অবমাননার বিধি জারি করে এবং তারপরে, যখন বিষয়টি ১৬ই সেপ্টেম্বর, ২০২২-এ শুনানির জন্য আসে, তখন সম্মতির একটি হলফনামা দাখিল করা হয়। ২০শে সেপ্টেম্বর, ২০১৩ তারিখের উত্তরদাতা নং ২ কর্তৃক গৃহীত আদেশটি নথিভুক্তও রাখার অভিযোগে অভিযুক্ত। অবমাননার আবেদন নিষ্পত্তির পর, আবেদনকারী তার বিজ্ঞ আইনজীবীর মাধ্যমে ২০শে নভেম্বর, ২০২২ তারিখের ২০শে সেপ্টেম্বর, ২০১৩ তারিখের আদেশে একটি আপত্তি জমা দিয়েছিলেন৷ যেহেতু এটির উত্তর না দেওয়া হয়েছিল, আবেদনকারী ২০২৩ সালের ওএ ১৫৪ হওয়ায় মূল আবেদনটি পছন্দ করেছিলেন।

এইভাবে, এটি প্রতীয়মান হয় যে এই আদালতটি ২০১৩ সাল থেকে ২০২২ সাল পর্যন্ত সময়কালে পুরো বিষয়টির তত্ত্বাবধানে ছিল। ১৬ ই সেপ্টেম্বর, ২০২২ তারিখের আদেশে দেখা গেছে যে এটি আবেদনকারীর পক্ষে নেওয়ার জন্য উন্মুক্ত থাকবে।

২০শে সেপ্টেম্বর, ২০১৩ তারিখের আদেশের বিরুদ্ধে যথাযথ পদক্ষেপ উত্তরদাতা নং ২ দ্বারা পাস করা হয়েছে।

উল্লিখিত পরিপ্রেক্ষিতে, আমরা অভিমত ব্যক্ত করি যে বিলম্ব যেটি ঘটেছে তা খারাপ বা ইচ্ছাকৃত নয় এবং এটাও বলা যাবে না যে আবেদনকারী দ্বৈত কৌশল অবলম্বন করেছেন। বিলম্বের দৈর্ঘ্য একটি বিষয় নয় তবে ব্যাখ্যার গ্রহণযোগ্যতাই এর একমাত্র মাপকাঠি।

এর পরিপ্রেক্ষিতে, আমরা ২০২৩ সালের ওএ ১৫৪ হিসাবে মূল আবেদনে বিজ্ঞ ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক ২৬শে সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখের আদেশটি বাতিল করেছি এবং বিজ্ঞ ট্রাইব্যুনালকে উল্লিখিত মূল আবেদনটি যোগ্যতার ভিত্তিতে শুনানির জন্য এবং তা নিষ্পত্তি করার নির্দেশ দিই। যেকোনো পক্ষকে অপ্রয়োজনীয় স্থগিত না করে যত দ্রুত সম্ভব।

উপরোক্ত পর্যবেক্ষণ ও নির্দেশনাসহ রিট আবেদনটি নিষ্পত্তি করা হয়।

যাইহোক, খরচ সম্পর্কে কোন আদেশ থাকবে না।

এই আদেশের জরুরী ফটোস্ট্যাট সার্টিফাইড কপি, যদি প্রাপ্তির

জন্য আবেদন করা হয়ে, তবে পক্ষগুলিকে সরবরাহ করা হবে, এবং তা সম্মতির ভিত্তিতে

ও সমস্ত প্রয়োজনীয় আনুষ্ঠানিকতার দ্বারা।

(বিচারপতি ভি.এম. ভেলুমনি।)

(বিচারপতি তপব্রত চক্রবর্তী।)

## DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

## দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।